হিন্দুধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট

রূপকল্প (Vision) : হিন্দু সম্প্রদায়ের ধর্মীয় কল্যাণ সাধন ও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির উন্নয়ন।
অভিলক্ষ্য (Mission) : হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের সার্বিক কল্যাণ সাধনে হিন্দু ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানাদি পরিচালনা, সংস্কার, উন্নয়ন ও সম্প্রসারণে সহায়তা প্রদান এবং হিন্দু ধর্মের ইতিহাস, দর্শন ও সংস্কৃতি সম্পের্ক গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা এবং ধর্মীয় সংস্কৃতির প্রসার।
২০১৮-১৯ অর্থবছরে সম্পাদিত কার্যাবলি (Functions):

হিন্দুধর্মীয় প্রতিষ্ঠান সংস্কার ও অবকাঠমোগত উন্নয়নে আর্থিক সহায়তা প্রদান করাই হিন্দুধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্টের প্রধান কাজ। ২০১৮-১৯ অর্থবছরে ট্রাস্ট তহবিল থেকে ১০০৫টি হিন্দুধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে ০১ কোটি ১০ লক্ষ টাকা এবং ৪৮৬ জন দুঃস্থ ব্যক্তিকে ২০ লক্ষ টাকা প্রদান করা হয়। এছাড়া মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ত্রাণ ও কল্যাণ তহবিল থেকে প্রাপ্ত ২,০০.০০,০০০/=টাকা দেশের প্রায় ৮,০০০/= পূজা মন্ডপে প্রদান করা হয়।

(ক) বহিঃবাংলাদেশ তীর্থ (মায়াপুর, গয়াকাশী,মথুরা, বৃন্দাবন) ভ্রমণ বাস্তবায়ন (২৪/০২/২০১৯ থেকে ০৮/০৩/২০১৯ পর্যন্ত)সহ দেশের অভ্যন্তরে ০২টি তীর্থযাত্রা (সীতাকুন্ড, চট্টগ্রাম ও আদিনাথ ধাম, কক্সবাজার ও মহাতীর্থ লাঙ্গালবন্দ এবং বারদী শ্রীশ্রী লোকনাথ ব্রহ্মচারী আশ্রম) সম্পন্ন।

বহিঃবাংলাদেশ তীর্থ (মায়াপুর, গয়া, কাশী, মথুরা, বৃন্দাবন, নবদ্বীপ, তারাপীঠ ও কুম্ভমেলা) ভ্রমণের উদ্বোধনী অনুষ্ঠান

কাশীতে তীর্থযাত্রীগণ

বারদীর লোকনাথ মন্দিরে তীর্থযাত্রীদল

(খ) প্রধান কার্যালয় ও জেলা পর্যায় হিন্দুধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্টের জনবল সৃষ্টির লক্ষ্যে চাহিদা মোতাবেক ২৮১ টি নতুন পদ সৃষ্টির প্রস্তাব প্রেরণ।

(গ) হিন্দুধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্টের স্থায়ী আমানত ২১ কোটি টাকা থেকে ১০০ কোটি টাকায় উন্নিত।

(ঘ) ২২৮.৬৯ কোটি টাকা ব্যয়ে ১৮১২টি হিন্দুধর্মীয় প্রতিষ্ঠান সংস্কারে "সমগ্র দেশে সনাতন ধর্মাবলম্বীদের মন্দির ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের উন্নয়ন ও সংস্কার" শীর্ষক প্রকল্পে ২৭/০৫/২০১৯খ্রি. তারিখে একনেকে চূড়ান্ত অনুমোদন।

(ঙ) "সনাতন ধর্মাবলম্বীদের জীবনমান উন্নয়নে মন্দিরভিত্তিক শিক্ষা ও মঠ-মন্দির সংস্কার-সরকারের অর্জন" বিষয়ক প্রীতি সমাবেশ ২৫/০৪/২০১৯ খ্রি. দি ইস্টিটিশন অব ইঞ্জিনিয়ার্স, রমনা, ঢাকায় অনুষ্ঠিত হয়।

(চ) জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪৩তম শাহাদত বার্ষিকী উপলক্ষ্যে ট্রাস্ট কার্যালয়ে বিশেষ প্রার্থনা ও সারা বাংলাদেশে মন্দিরে মন্দিরে মন্দিরভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা ৫ম পর্যায় প্রকল্পের মাধ্যমে হিন্দুধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্টের ব্যানারে প্রার্থনা আয়োজন।

(ছ) শুভ জন্মাষ্টমী বিপুল উৎসহ উদ্দীপনার সাথে সারা বাংলাদেশে মন্দিরে মন্দিরে মন্দিরভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা ৫ম পর্যায় প্রকল্পের মাধ্যমে হিন্দুধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্টের ব্যানারে উদযাপন করা হয়। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা কে ট্রাস্টের পক্ষ থেকে শুভ জন্মাষ্টমীর শুভেচ্ছা প্রদান।

(জ) ১৬ ডিসেম্বর মহান বিজয় দিবস ২০১৯ দিবস উপলক্ষ্যে ট্রাস্ট কার্যালয়ে বিশেষ আলোচনা ও প্রার্থনা সভার আয়োজন।

(ঝ) জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৯৯তম জন্মবার্ষিকী ও জাতীয় শিশু দিবস ২০১৯ ট্রাস্ট কার্যালয়ে উদযাপন ও শিশুদের চিত্রাংকন প্রতিযোগিতা এবং সারা বাংলাদেশে মন্দিরে মন্দিরে মন্দিরভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা ৫ম পর্যায় প্রকল্পের মাধ্যমে হিন্দুধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্টের ব্যানারে প্রার্থনার আয়োজন।

(ঞ) ২৬ মার্চ মহান স্বাধীনতা দিবস ও জাতীয় দিবস উপলক্ষ্যে ট্রাস্ট কার্যালয়ে আলোচনা ও প্রার্থনা সভার আয়োজন।

(ট) আন্তর্জাতিক মাতৃ ভাষা দিবস ও শহীদ দিবস উপলক্ষ্যে ২১শে ফেব্রুয়ারি জাতীয় শহীদ মিনারে পুষ্পার্ঘ অর্পণ।

(ঠ) হিন্দুধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্টের সেবা গ্রহিতাদের সঙ্গে মতবিনিময় :

তীর্থযাত্রীদের সঙ্গে মতবিনিময় করছেন ধর্ম মন্ত্রণালয়ের সচিব

(ঠ) হিন্দুধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্টের অন্যান্য কাজ :

সাবেক ট্রাস্টি ও দেশের বিশিষ্ট সংগীত শিল্পি সুবীর নন্দীর প্রতি ট্রাস্টের পক্ষ থেকে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন

<u>মন্দিরভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম-৫ম পর্যায় শীর্ষক প্রকল্পের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি:</u>

'মন্দিরভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম' ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অধীন হিন্দু ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন একটি প্রকল্প। বর্তমানে প্রকল্পটির ৫ম পর্যায় চলমান। প্রাক-প্রাথমিক, গীতাশিক্ষা ও বয়স্ক শিক্ষাকেন্দ্রের মাধ্যমে শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা প্রকল্পের প্রধান কাজ। এছাড়া নিরক্ষরতা দূরীকরণে, বিদ্যালয়ে গমনোপযোগী ১০০% শিশুকে বিদ্যালয়ে ভর্তিতে এবং ঝড়েপড়া রোধ করতে প্রকল্পটি কাজ করছে। টেকসই উন্নয়ন অভিষ্ট অর্জন, সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা বাস্তবায়ন, নারীর ক্ষমতায়ন এবং সরকারের Vision-২০২১' বাস্তব রূপায়নে প্রকল্পটি কার্যকর ভূমিকা রাখছে। প্রকল্পটি

২০১৭ সালের জুলাই মাস থেকে শুরু হয়েছে এবং ডিসেম্বর ২০২০ সালে শেষ হবে। জুলাই মাস থেকে শুরু হয়েছে এবং ডিসেম্বর ২০২০ সালে শেষ হবে।

প্রকল্পের অর্জন :

১। পঞ্চম পর্যায় প্রকল্পে ৬৪ জলোয় মন্দির আঙ্গিনাকে ব্যবহার করে ৫,৮০০ টি প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষাকেন্দ্রের মাধ্যমে বছরে ১,৭৪,০০০ জন শিশুকে প্রাক প্রাথমিক, ২৫০ টি বয়স্ক শিক্ষাকেন্দ্রের মাধ্যমে প্রায় ৬,২৫০ জন বয়স্ক শিক্ষার্থীকে এবং ৪০০ টি গীতা শিক্ষাকেন্দ্রের মাধ্যমে ১১,০০০ জন শিক্ষার্থীকে গীতা শিক্ষায় (মোট ১,৯১,২৫০ জন) পারদর্শী করা হয়েছে।

২। প্রকল্পের মাধ্যমে ৬৪টি জেলা কার্যালয়ের ৩২২ জন কর্মকর্তা/কর্মচারীর কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে এবং ৬,৫৭৮ জন শিক্ষক/কনটিনজেন কর্মচারীর পার্টটাইম কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা হয়েছে। যা দারিদ্র বিমোচনে সহায়ক ভূমকিা পালন করছে।

৩। কর্মকর্তা/কর্মচারীদের ১৫% ও শিক্ষকদের ৮৫% এর উর্দ্ধে মহিলাদের মধ্য থেকে পূরন করা হয়েছে বিধায় প্রকল্পটি নারীর ক্ষমতায়নের সূযোগ সৃস্টি করেছে ।

৪। প্রকল্পের মাধ্যমে শিশু, বয়স্ক ও গীতা শিক্ষার্থীদের অক্ষরজ্ঞান ও আধুনিক শিক্ষাদানের পাশাপাশি নৈতিকতা শিক্ষা, শরীরচর্চা ও ধর্মীয় চর্চার সূযোগ সৃষ্টি হয়েছে। তাই মন্দিরভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা প্রকল্প সমাজ থেকে সহিংসতা দূরীকরনে সহায়ক শক্তি হিসেবে কাজ করছে।

৫। অধিকন্তু, এ কার্যক্রম হিন্দু ধর্মীয় উপাসনালয়গুলোকে আরও প্রাণবন্ত করে তুলছে। প্রকল্পটি ধর্মীয় সংহতি ও সম্প্রীতির ক্ষেত্রে একটি যুগান্তকারী পদক্ষেপ।

শিক্ষাকেন্দ্রপ্রকল্পের একটি গীতা শিক্ষাকেন্দ্র

প্রকল্পের প্রধান কার্যালয়ের কর্মশালা-২০১৯

প্রকল্পের ঢাকা জেলার একটি প্রাক-প্রাথমিক

প্রকল্পের সুনামগঞ্জ জেলা কর্মশালা-২০১৯

প্রকল্পের মাঠ পর্যায়ের কার্যক্রম জেলা ও উপজেলা প্রশাসনের আন্তরিক সহযোগিতায় সফলভাবে পরিচালিত হচ্ছে। এছাড়াও মন্দির কমিটি বিভিন্ন সামাজিক সংগঠন, বিদ্যোৎসাহী ও শিক্ষানুরাগী দানশীল ও ধনাঢ্য ব্যক্তিদের বিভিন্ন দান ও অনুদানের মাধ্যমে প্রকল্পের কার্যক্রম আরও বেগবান হচ্ছে। গীতা শিক্ষাকেন্দ্র এ প্রকল্পের ০১ টি বিশেষ আকর্ষণ। পিছিয়েপড়া সনাতন ধর্মাবলম্বী জনগোষ্ঠির ধর্মীয় ও নৈতিকশিক্ষার প্রসার ও উজ্জীবিতকরণে বর্তমান সরকারের গৃহিত এ উদ্যোগ বিশেষ প্রসংশার দাবী রাখছে।

সর্বোপরি, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি সুরক্ষা, মানবিক মূল্যবোধের বিকাশ এবং উন্নত জাতিগঠনে মন্দিরভিত্তিক প্রকল্পের ভূমিকা অপরিসীম।

২০১৮-১৯ অর্থ-বছরে কার্যাবলি সম্পাদনে বড় রকমের কোন সমস্যা/সঙ্কটের আশঙ্কা করা হলে তার বিবরণ (সাধারণ/রুটিন প্রকৃতির সমস্যা/সঙ্কট উল্লেখের প্রয়োজন নেই; উদাহরণ: পদ সৃজন, শূন্যপদ পূরণ ইত্যাদি): নতুন পদ সৃজন করা না হলে ট্রাস্ট সরকারের বর্তমান কার্যক্রমের সাথে সামঞ্জস্য রেখে চলতে ব্যার্থ হবে।

তথ্য অধিকার আইন অনুযায়ী হিন্দুধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্টের তথ্য প্রদানকারী কর্মকর্তা হলেন –

শ্রী প্রশান্ত কুমার বিশ্বাস
উপপরিচালক, হিন্দুধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট
১/আই পরিবাগ, শাহবাগ, ঢাকা-১০০০
ফোন:৯৬৬৮০৪৫, মোবাইল: ০১৭১৬৫০২১৫৯

২০১৮-১৯ অর্থবছরে ০৩(তিন) জনকে তথ্য অধিকার আইনের আওতায় তথ্য প্রদান করা হয়েছে।